চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ:.১৪.০৩.২০২৬

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

“শনিবারের অঙ্গীকার, বাসাবাড়ি করি পরিষ্কার” স্লোগানে চসিকের পরিচ্ছন্নতা ও মশক নিধন অভিযান উদ্বোধন

“শনিবারের অঙ্গীকার, বাসাবাড়ি করি পরিষ্কার”—এই স্লোগানকে সামনে রেখে ডেঙ্গু ও মশাবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণে বিশেষ পরিচ্ছন্নতা ও মশক নিধন অভিযানের উদ্বোধন করেছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের (চসিক) মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। শনিবার সকালে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ও এর আশপাশের এলাকায় এই কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। কর্মসূচিটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নির্দেশনায় সারা দেশে পরিচালিত উদ্যোগের অংশ হিসেবে চট্টগ্রামে শুরু হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, নগরবাসীর সুস্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ নিশ্চিত করতে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নিয়মিতভাবে পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম জোরদার করছে। তিনি বলেন, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ এলাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি স্থান, কারণ প্রতিদিন এখানে হাজার হাজার মানুষ চিকিৎসাসেবা নিতে আসেন। তাই মশার উপদ্রব নিয়ন্ত্রণে ও ডেঙ্গুসহ বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধে এই এলাকাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করা হচ্ছে। বর্তমানে নগরে কিউলেক্স মশার প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে উল্লেখ করে মেয়র বলেন, নালা-নর্দমা ও ড্রেনে ময়লা-আবর্জনা জমে থাকা এবং যত্রতত্র বর্জ্য ফেলার কারণে পানির প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। ফলে স্থির পানিতে মশার বংশবিস্তার ঘটছে। তাই নালা-নর্দমা পরিষ্কার রাখা এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় নাগরিক সচেতনতা বাড়ানো জরুরি। ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, বর্ষা মৌসুমে টব, ডাবের খোসা, নির্মাণাধীন ভবনের সামগ্রী বা প্লাস্টিকের পাত্রে জমে থাকা স্বচ্ছ পানিতে এডিস মশার লার্ভা জন্ম নেয়, যা ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়ার জন্য দায়ী। তবে বর্তমানে কিউলেক্স মশার বিস্তার বেশি দেখা যাচ্ছে, যার প্রধান উৎস নোংরা ড্রেন ও জমে থাকা বর্জ্য। নিয়মিত ড্রেন পরিষ্কার রাখা এবং আশপাশ পরিচ্ছন্ন রাখার মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব। তিনি জানান, নগরের ৪১টি ওয়ার্ডে একযোগে এই পরিচ্ছন্নতা ও মশক নিধন কার্যক্রম পরিচালিত হবে। প্রতিটি ওয়ার্ডে লার্ভিসাইড ও অ্যাডাল্টিসাইড ওষুধ সরবরাহ করা হয়েছে এবং ওয়ার্ডভিত্তিক তদারকির জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা কাজ করছেন। এছাড়া ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলোতে বিশেষ নজরদারি ও অতিরিক্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রায় ১৬০ জনের একটি বিশেষ দল কাজ করছে। মেয়র বলেন, চকবাজার, বাকলিয়া, আগ্রাবাদ, ফিরিঙ্গিবাজার, হালিশহর, পাহাড়তলীসহ কয়েকটি এলাকাকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এসব এলাকায় বিশেষভাবে মশক নিধন ও ড্রেন পরিষ্কার কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। তিনি আরও বলেন, কার্যকর ওষুধ ব্যবহারের কারণে বর্তমানে ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়ার প্রকোপ অনেকটাই কমেছে। আমেরিকা থেকে আনা কার্যকর লার্ভিসাইড ব্যবহার করায় ডেঙ্গুর লার্ভা ধ্বংসে ইতিবাচক ফল পাওয়া গেছে। মেয়র নগরবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, শহর শুধু সিটি কর্পোরেশনের নয়—এটি সবার শহর। তাই প্রত্যেক নাগরিককে নিজ নিজ বাসা-বাড়ির আঙিনা, ছাদ, বারান্দা এবং আশপাশ পরিষ্কার রাখতে হবে। তিনি বলেন, সপ্তাহে অন্তত একদিন নিজেদের আশপাশ পরিষ্কার রাখলে একটি পরিচ্ছন্ন, সবুজ ও স্বাস্থ্যকর নগর গড়ে তোলা সম্ভব। তিনি আরও বলেন, চট্টগ্রাম সব সময় উন্নয়ন ও উদ্যোগে পথ দেখিয়েছে। পরিচ্ছন্ন নগর গড়ার ক্ষেত্রেও চট্টগ্রাম দেশের অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনের জন্য উদাহরণ হয়ে থাকবে। উদ্বোধনের পর চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের মেইন গেট, কে.বি. ফজলুল কাদের রোড এবং প্রবর্তক মোড় এলাকায় ড্রেন পরিষ্কার করা হয় এবং মশক নিধনে লার্ভিসাইড ওষুধ ছিটানো হয়। পাশাপাশি পরিচ্ছন্নতা বিভাগের কর্মীরা ফগার মেশিন ও স্প্রে মেশিন ব্যবহার করে মশা নিধন কার্যক্রম পরিচালনা করেন। মশা নিধন অভিযানের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ তসলিম উদ্দীন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান পরিচ্ছন্নতা কর্মকর্তা ক্যাপ্টেন ইখতিয়ার উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের উপ-পরিচালক ডা. মোহাম্মদ ইলিয়াছ চৌধুরী, উপপ্রধান পরিচ্ছন্নতা কর্মকর্তা প্রণব কুমার শর্মা, ম্যালেরিয়া ও মশক নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা মো. সরফুল ইসলামসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী ও স্থানীয় বাসিন্দারা। চট্টগ্রামকে একটি পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যকর ও বাসযোগ্য নগরী হিসেবে গড়ে তুলতে সরকারের এই কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা প্রকাশ করেন মেয়র।

নগরফুলের ঈদবস্ত্র বিতরণ ও বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা অনুষ্ঠানে ডা. শাহাদাত হোসেন

সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের আলোর পথ দেখাতে কাজ করছে নগরফুল

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, সমাজের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের মুখে হাসি ফোটাতে সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন নগরফুল ঈদবস্ত্র বিতরণ ও বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবার যে উদ্যোগ নিয়েছে তা সত্যিই প্রশংসনীয়। এ ধরনের মানবিক উদ্যোগ সমাজকে আরও সুন্দর ও মানবিক করে তোলে। এই সংগঠনটি বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে সুবিধাবঞ্চিত ও পথশিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এবং মৌলিক অধিকার নিয়ে কাজ করছে। সিআরবিসহ বিভিন্ন স্থানে ‘নগরফুল স্কুল’ পরিচালনার মাধ্যমে এই সংগঠনটি

শিশুদের শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে। সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের আলোর পথ দেখাতে কাজ করছে নগরফুল। সবাই নিজ নিজ অবস্থান থেকে এগিয়ে এলে অসহায় মানুষের জীবনমান উন্নত করা সম্ভব। শনিবার (১৪ মার্চ) বিকেলে নগরীর ষোলশহর রেলস্টেশনে সামাজিক সংগঠন নগরফুলের উদ্যোগে ১২তম বারের মতো ঈদবস্ত্র বিতরণ ও বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে "সবার আগে ঈদের সাজে সাজবে নগরফুল" এই স্লোগানকে সামনে রেখে শতাধিক সুবিধাবঞ্চিত শিশুর মাঝে ঈদবস্ত্র উপহার তুলে দেন মেয়র। পাশাপাশি ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পে শতাধিক শিশুকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা ও প্রয়োজনীয় ওষুধ প্রদান করা হয়। এছাড়াও একটি অসহায় পরিবারকে স্বাবলম্বী করতে একটি টি স্টল প্রদান করা হয়। এসময় মেয়র বলেন, এই সংগঠনটি পথশিশুদের জন্য 'নগরফুল স্কুল' পরিচালনা করে, যেখানে স্বেচ্ছাসেবীরা পাঠদান করে। সবার আগে ঈদের সাজে সাজবে নগরফুল কর্মসূচির আওতায় প্রতি বছর সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের নতুন পোশাক ও উপহার বিতরণ করে। তাছাড়া তীব্র শীতে দুস্থ ও অসহায় মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র (কম্বল) বিতরণ করে থাকে। সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন এবং সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রমও পরিচালনা করে নগরফুল। নগরফুলের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান বায়েজিদ সুমন বলেন, দীর্ঘ ১২ বছর ধরে নগরফুল সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের মুখে ঈদের হাসি ফোটানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে। আমাদের লক্ষ্য শুধু পোশাক দেওয়া নয়, বরং শিশুদের মুখে হাসি ফোটানো এবং অসহায় পরিবারগুলোকে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ করে দেওয়া। সমাজের সবার সহযোগিতা পেলে আমরা এ কার্যক্রম আরও বড় পরিসরে চালিয়ে যেতে চাই। নগরফুলের সভাপতি মোহাইমেনুর রহমান মাহিম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নগরফুলের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান বায়েজিদ সুমন, নগরফুলের উপদেষ্টা সাঈদ মিল্কি, চট্টগ্রাম মহানগর স্বেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক জিয়াউর রহমান জিয়া, ঈদ বস্ত্র বিতরণ কমিটির আহবায়ক মুন দাস রাহুল, সমাজকর্মী ও সংগঠক লায়ন আরশাদুর রহমানসহ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

স্বাক্ষরিত/-

(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮